আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দিনমজুর কৃষক নিঃস্ব

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের পাগলা পাড়ায় গতকাল রবিবার রাতে এক হৃদয়বিদারক অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন দিনমজুর কৃষক আনিসুজ্জামান।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, রাত আনুমানিক ১০টার দিকে হঠাৎ তার বাড়ির রান্নাঘর দিক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির রান্নাঘর, গোয়ালঘর ও বসতঘরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে।

স্থানীয়রা জানান, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে কাউকে কিছু বাঁচানোর সুযোগই হয়নি। গোয়ালঘরে থাকা একটি গরু পুড়ে মারা যায়, যা পরিবারের জন্য সবচেয়ে বড় আর্থিক ক্ষতি হিসেবে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রায় পঞ্চাশটি দেশি মুরগি, ধান, চাল, গম, ভুট্টা, আসবাবপত্র, ঘরের টিনসহ ঘরের প্রায় সব মালামালই মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অগ্নিকাণ্ডে আনিসুজ্জামান পরিবারের আনুমানিক দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ফলে পরিবারটি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে এবং শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো পাড়া।

ঘটনার খবর পাওয়ার পর ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পরিদর্শন করে পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণী ও সম্পদের এমন ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন।

দিনমজুর আনিসুজ্জামানের পরিবার দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় আগুনে ঘরবাড়ি, খাদ্যশস্য, গরু-মুরগি সব হারিয়ে এখন দিশেহারা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। গ্রামবাসী জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে তারা পুনরায় ঘরবাড়ি গড়ে তুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

চুয়াডাঙ্গায় স্পিরিট পানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নে গত দু’দিনে বিষাক্ত স্পিরিট পানে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আরো তিনজন দিনমজুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহতদের সবাই নিম্নআয়ের পেশাজীবী কেউ ভ্যানচালক, কেউ মিল শ্রমিক, আবার কেউ মাছ ব্যবসায়ী।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই ইউনিয়নের ডিঙ্গেদহ বাজার এলাকায় কয়েকজন মিলে স্পিরিট পান করে। এরপর একে একে ছয়জন মারা যান। গতকাল রবিবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যুর পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নফরকান্তি গ্রামের পূর্বপাড়ার ভ্যানচালক খেদের আলী (৪০), খেজুরা গ্রামের হাসপাতালপাড়ার মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম (৪০), পিরোজখালি গ্রামের স্কুলপাড়ার ভ্যানচালক মোহাম্মদ লালটু ওরফে রিপু (৩০), শংকরচন্দ্র গ্রামের মাঝেরপাড়ার শ্রমিক মোহাম্মদ শহীদ (৪৫), ডিঙ্গেদহ গ্রামের টাওয়ারপাড়ার মিল শ্রমিক মোহাম্মদ সামির (৫৫) এবং ডিঙ্গেদহ এশিয়া বিস্কুট ফ্যাক্টরি পাড়ার শ্রমিক সরদার মোহাম্মদ লালটু (৫২)।

এ ছাড়া একই এলাকার দিনমজুর আলিম উদ্দিন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই বাজারে অবৈধভাবে দেশি মদ বিক্রি চলছে। প্রশাসনের নজরদারির অভাবেই এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল আল নাসের বলেন, অ্যালকোহলিক পয়জনিংয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশি তদন্ত চলছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম বলেন, রবিবার ৫টার দিকে পরিবারের সদস্যরা লান্টু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। তারা জানান, তিনি দুদিন আগে স্পিরিট পান করেছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা ৩২ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে দিনমজুরের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভার পশুহাট এলাকার একটি পুকুরের পানিতে ডুবে খাইরুল ইসলাম (৩৫) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার পর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত খাইরুল ইসলামের বাড়ি উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের লস্কর আলী পাড়ায়। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, খাইরুল দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও মৃগী রোগে ভুগছিলেন।

স্থানীয় শ্রমিকেরা জানান, এদিন সকালে খাইরুলসহ কয়েকজন শ্রমিক পৌরসভার পশুহাট এলাকার একটি বড় পুকুরে কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে যোগ দেন। সারা দিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নেন। তবে খাইরুলকে তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রথমে ধারণা করা হয় তিনি হয়তো বাড়ি ফিরে গেছেন। কিন্তু খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তার মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয় শ্রমিক ও এলাকাবাসী মরদেহটি উদ্ধার করে। খাইরুল দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হঠাৎ এভাবে মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান, মৃগী রোগের কারণে খাইরুল পানিতে ডুবে মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যেহেতু পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই, তাই আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলায় মায়ের সামনেই ছেলের আত্মহত্যা

দ্বন্দ্বের জের ধরে দুই মাস পূর্বে স্ত্রীকে বাবার বাড়ি তাড়িয়ে দেন স্বামী। স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য চাপ দেওয়াতেই বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন বাদল মল্লিক (৩৪) নামের এক দিনমজুর।

বাদল মল্লিক গাংনী পৌর শহরের চৌগাছা ভিটাপাড়া এলাকার পচা মল্লিকের ছেলে।

বাদল মল্লিকের মা ঘিনা খাতুন জানান, আমার ছেলে ও তার স্ত্রীর মধ্যে কলহের জেরে প্রায় দুই মাস পূর্বে তাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিই। এরপর তাকে বারবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলি। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে গতকাল রাত আনুমানিক ১০টার দিকে আমার সামনেই বিষপান করে।

এসময় বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে রাত ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বাদল মল্লিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দিনমজুরকে ঘর উপহার

দিল “ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম”

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের সিংগরিয়া গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর রায়হান খান সুরতকে ঘর উপহার দিয়েছে বেসরকারি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম। আর এই ঘর পাওয়ার পর খুশিতে আত্মহারা তার পরিবার।

দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলো দিনমজুর রায়হান খান সুরত। স্বল্প আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হয় নিজের চিকিৎসা করাতে। বাড়িতে নিজস্ব জমির পরিমান ২শতাংশ সেখানেই ভাঙ্গাচুরা খুপরি ছাপড়া ঘরে বসবাস করেন পরিবারের ৫ সদস্য নিয়ে। বৃষ্টির রাতে নির্ঘুম রাত কাটতো তাদের। বিষয়টি বেসরকারি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের নজরে আসে।

এরপর মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে রায়হান খান সুরতের বাড়িতে খুপরি ঘরের পরিবর্তে সেথানে নতুন করে আধাপাকা ঘর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল রবিবার (১৩ জানুয়ারী) এ ঘরটি হস্তান্তর করা হয়।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল এর সভাপতিত্বে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড’র সাবেক জেনারেল ম্যানেজার ও বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহম্মদ রবিউল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোপগ্রাম ফাজিল মাদ্রাসার আইনদ্দিন, খোকসা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগ প্রভাষক কবি ওয়াজেদ বাঙালি ও মাওলানা মতিউর রহমান নাটোরিসহ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল বলেন, ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম একটি অলাভজনক সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি। শীতবস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় দরিদ্র মানুষের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপনসহ ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকি। এজন্য আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে ও বিভিন্নভাবে সহায়তা নিয়ে এসব অসহায় মানুষের পাশে থাকি।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত ছিলো দিনমজুর রায়হান খান সুরত। স্বল্প আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হয় নিজের চিকিৎসা করাতে। বাড়িতে নিজস্ব জমির পরিমান ২শতাংশ সেখানেই ভাঙ্গাচুরা খুপরি ছাপড়া ঘরে বসবাস করেন পরিবারের ৫সদস্য নিয়ে। বৃষ্টির রাতে নির্ঘুম রাত কাটতো তাদের।

দরিদ্র দিনমজুর রায়হান খান সুরত ও তার পরিবারের জন্য তিন রুম বিশিষ্ট বারান্দাসহ আধাপাকা একটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি। এটি নির্মাণ করতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৩০ টাকা।

নতুন ঘর পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় দরিদ্র ভ্যান চালক রায়হান খান সুরত। এসময় তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, আমি একজন দিনমজুর। নিজের একটুখানি মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকলেও এতোদিন পরিবার-পরিজন নিয়ে খুপরি ঘরের মধ্যে কোনোমতে জীবনযাপন করতাম। এখন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল আমাকে ঘর দিয়েছেন। আমিসহ আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

ঝিনাইদহে কলা ক্ষেত থেকে দিনমজুরের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার রামনগর গ্রামের একটি কলা ক্ষেত থেকে আসলাম হোসেন (৪৮) নামে এক দিনমজুরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত আসলাম হোসেন পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের বহরমপুর গ্রামের ফরিদুল ইসলামের ছেলে।

আজ শনিবার (১৮নভেম্বর) দুপুরে খবর পেয়ে পুলিশ রক্তাক্ত লাশটি উদ্ধার করে। তাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছে। ঘটনাস্থলে ব্যবহৃত কিছু জামাকাপড়, একটি শাবল, কিছু বেগুন ও একটি কাস্তে পাওয়া গেছে।

মহারাজপুর ইউনিয়নের খামারাইল ওয়ার্ডের মেম্বর জাহিদুল ইসলাম জানান, সকালে রামনগর গ্রামের কলা ক্ষেতে লাশ পড়ে থাকার বিষয়টি

জানতে পেয়ে প্রথমে ইউপি চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম মিয়া জানায় পরে পুলিশকে অবগত করে তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে লাশটি উদ্ধার ও সনাক্ত করার চেষ্টা করে। মহারাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম জানান, নিহত ব্যক্তি দিনমজুরের কাজ করে। তার মাথায়, হাতের তালু ও কানের পাশে আঘাতের চিহ্ন আছে। সম্ভবত শাবল দিয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হতে পারে। আবার অনেকে মনে করছেন, পাশের ক্ষেত থেকে বেগুন তোলার কারণে কেউ চোর সন্দেহে তাকে হত্যা করতে পারে।

নিহতের ভাই মনিরুল ইসলাম জানান, গত মঙ্গলবার কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে সে বের হয়েছে। তার মোবাইল ফোন নষ্ট হওয়ার কারণে পরিবারের সাথে তার যোগাযোগ ছিলো না।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান, মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাশের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান, নিহত আসলাম পাবনার চাটমোহর উপজেলার নিমাইচড়া ইউনিয়নের বহরমপুর গ্রামের ফরিদুল ইসলামের ছেলে।

এই হত্যার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চালানো হবে।

আলমডাঙ্গা দমদমা গ্রামের মারপিটের ঘটনায় মৃত্যু পথে দিনমজুর

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়নের দমদমা গ্রামে পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় মৃত্যুপথে দিনমজুর রমজান আলী। ঢাকা ও রাজশাহী চিকিৎসা নিয়েও সুস্থ হতে না পারায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে রমজান। মারপিটের ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় ও কোর্টে অভিযুক্ত আলম আলীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

অভিযুক্ত আলম আলী আইলহাঁস ইউনিয়নের টাকপাড়া গ্রামের কাশেম

মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে, গত ৫ মাস পূর্বে নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়াপুর দমদমা গ্রামের রমজান আলী টাকপাড়া গ্রামের আলম আলীর পুকুরে মাছ ধরতে যায়। ভুক্তভোগী রমজান পেশায় মৎস্যজীবী। পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে আলম আলী তার ছেলে হাসেম আলী মৎস্যজীবী রমজানকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে গুরুত্বর আহত হয়।

আহত অবস্থায় স্থানীয় চিকিৎসা শেষে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। সদর হাসপাতালে তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে প্রথমে রাজশাহী পরে ঢাকায় ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক আঘাত প্রাপ্তির কারণে কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানায়। চিকিৎসায় উন্নতি না হওয়ায় রমজানকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এঘটনায় ভুক্তভোগী রমজানের স্ত্রী বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানা ও চুয়াডাঙ্গা আমলী আদালতে হত্যা চেষ্টা অভিযোগে মামলা দায়ের করে। এরপরেই ভুক্তভোগী রমজানের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে।